



মহিলাদের ক্রিকেটে শতকের সেরা বল? শিখা পাণ্ডেকে নিয়ে হইচই

ক্যানবেরা, ৯ অক্টোবর।। প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়ার পর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে হেরে গেল ভারতের মহিলা দল। তবে ম্যাচ ছাপিয়েও আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এল শিখা পাণ্ডের একটি বল। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যান আল্লিসা হিলিকে দূরন্ত একটি বলে বোম্ব করে দেন শিখা, যা নিয়ে ক্রিকেট বিশ্বে হইচই পড়ে গিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের প্রথম ওভারেই হিলিকে মিরিয়ে মনে শিখা। বল মাটিতে পড়ে অনেকটা ঘুরে হিলিকে সম্পূর্ণ বোকা বানিয়ে তাঁর স্টম্প নড়িয়ে দেয়। প্রায়



সঙ্গে সঙ্গেই ওই ডিভিডো ভাইরাল হয়ে যায় নেটমাধ্যমে। ওয়াশিংটন জাফরের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটার একে মহিলাদের ক্রিকেটে ‘শতকের সেরা বল’ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

জাফরের টুইট, ‘শতকের সেরা বল মহিলাদের ক্রিকেটে। মাথা নিচু করে কুনিশ শিখা পাণ্ডেকে।’ শনিবার টসে হেরে ব্যাট করতে হয় ভারতকে। ওরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে

হরমনপ্রীত কৌরের দল। স্মৃতি মন্হানা (১), শেফালি বর্মা (৩), জেমাইমা রহিগেস (৭) কেউ দাঁড়াতে পারেননি। একা লাড়ে যাচ্ছিলেন হরমনপ্রীতই (২৮)। শেষ দিকে পূজা বস্করকে ২৬ বলে ৩৭ রানের ইনিংসের সৌজনে নির্ধারিত ওভারে ৯ উইকেটে ১১৮ তোলে ভারত। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানরাও খুব একটা আহামরি খেলতে পারেননি। কিন্তু বৈধ মুন (৩৪) এবং শেষ দিকে তাহলিয়া ম্যাকগ্রাথের অপরাজিত ৪২ রানের সৌজনে শেষ ওভারে চার উইকেট বাকি থাকতে জেতে অস্ট্রেলিয়া।

টি-টুয়েন্টি ক্রিকেটে সব চেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ড

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর।। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে উইকেট নিয়ে ভারতীয়দের মধ্যে টি২০ ক্রিকেটে সব চেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়লেন পীযুষ চাওলা। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে অভিষেক ম্যাচেই মহম্মদ নবির উইকেট নিয়ে এই কীর্তি গড়লেন তিনি। অমিত মিশ্রকে ট পকে ২৬৩টি উইকেট নিয়ে ভারতীয়

একদিনের ক্রিকেটে ২৫টি ম্যাচ খেলে ৩২টি উইকেট নিয়েছেন পীযুষ। রেকর্ড গড়েছেন আফগানিস্তানের মহম্মদ নবি। আইপিএল-এ এক ইনিংসে পাঁচটি ক্যাচ নিয়ে নতুন রেকর্ড গড়লেন তিনি হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে জিতেও আইপিএল-এর প্লে-অফে যেতে পারেনি পীযুষের মুম্বই। প্রথমে ব্যাট করে ২৩৫ করে মুম্বই। হায়দরাবাদ শেষ হয়ে যায় ১৯৩ রানে।

টি ২০ বিশ্বকাপের জন্য ওপেনার বেছে নিয়েছেন বিরাট কোহলি

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর।। টি২০ বিশ্বকাপের জন্য তাকে ওপেনার হিসেবে তৈরি থাকতে বলেছেন স্বয়ং বিরাট কোহলী। জানালেন ঈশান কিষাণ। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ম্যাচে ৩২ বলে ৮৪ রান করেন তরুণ উইকেটমক্কা। তাঁর বিশ্বংসী ইনিংস টি২০ বিশ্বকাপের আগে স্বস্তি দেবে ভারতকে। মুম্বইয়ের ইনিংস শেষে ঈশান বলেন, “খুব সহজ পরিসংখ্যান ছিল। মাঠে নামে, নিজের সেরা খেলাটা খেলে। আমরা জানতাম ২৫০ রানের উপর করতে হবে।

সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু প্রতিপক্ষের বোলিংয়ের উপর চেপে বসতে চেয়েছিলাম। ক্রিকেট খুব মজার খেলা, যে কোনও কিছু হতে পারে। প্রথম বল থেকেই তাই মারতে চেয়েছিলাম।” আগের ম্যাচে অর্ধ শতরান করেছিলেন ঈশান। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে তাই ওপেনিংয়ে নামানো হয় তাঁকে। ঈশান বলেন, “দলের হয়ে ওপেন করতে নামলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে। আমি প্রথম বল থেকেই খুব ইতিবাচক ছিলাম। বল দেখব, মারতে আমি জানি মাঠের যে কোনও

টিএফএ-র বিভিন্ন কমিটি গঠিত হলো

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ অক্টোবর ১ অক্টোবর ১ শনিবার টিএফএ-র গভর্নিং বডির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠকে বেশ কিছু কমিটি গঠিত হয়েছে। পাশাপাশি শশধর স্মৃতি ফুটবল নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এই বছর রাজ্য স্তরে শশধর দত্ত স্মৃতি ফুটবলের পাশাপাশি অনূর্ধ্ব ১৯ ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রথমে টিক ছিল, অনূর্ধ্ব ১৪ পর্যায় এই আসর হবে। তবে যথেষ্ট এআইএফএফ-র নতুন নির্দেশনায় ভার্সিলের দুইটি ডেজ না নেওয়া থাকলে কোন ফুটবলার মাঠে নামতে পারবে না। তাই অনূর্ধ্ব ১৪-র পরিবর্তে অনূর্ধ্ব ১৯ ফুটবল প্রতিযোগিতা হবে। এই দুইটি আসরের জন্য মহকুমাগুলিকে ৪ হাজার টাকা করে দেবে টিএফএ। এছাড়া জেলা স্তরে প্রতিযোগিতার জন্য দেওয়া হবে ৫ হাজার টাকা করে। দুইটি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন দল ৩০ হাজার টাকা এবং রানার্সআপ দল ২০ হাজার টাকা করে পাবে। এদিনের বৈঠকে বেশ কিছু কমিটি গঠন করা হয়েছে। শুধুমাত্র পদার্থ এবং প্লেয়ার স্টেটাস কমিটি গঠন করা হয়নি। লিগ কমিটি, মহিলা কমিটি, রাখাল স্মৃতি নকআউট কমিটি ছাড়াও মহিলা নির্বাচক কমিটি, পুরুষ নির্বাচক কমিটি গঠন করা হয়েছে। লিগ কমিটির সচিব হয়েছেন মনোজ দাস, রাখাল স্মৃতি নকআউট কমিটির সচিব হয়েছেন কৃষ্ণ সরকার, মহিলা কমিটির সচিব হয়েছেন পার্থ সারথী গুপ্ত। এছাড়া মহিলা নির্বাচকমণ্ডলীতে সভাপতি অমিত দেব এবং সচিব পার্থ সারথী গুপ্ত, পুরুষ নির্বাচকমণ্ডলীতে সচিব হয়েছেন কৃষ্ণ সরকার। এদিনের বৈঠকে গভর্নিং বডির প্রায় ৪৪ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। মহকুমার প্রায় ১৩ জন প্রতিনিধি ছিলেন বৈঠকে। পৌরোহিত্য করেন সভাপতি রতন সাহা। এছাড়া সচিব অমিত চৌধুরী সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

স্কুল ক্রীড়ার ক্রীড়া সূচি নিয়ে ক্ষোভ

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ অক্টোবর ১ অক্টোবর ১ শনিবার টিএফএ-র গভর্নিং বডির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠকে বেশ কিছু কমিটি গঠিত হয়েছে। পাশাপাশি শশধর স্মৃতি ফুটবল নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এই বছর রাজ্য স্তরে শশধর দত্ত স্মৃতি ফুটবলের পাশাপাশি অনূর্ধ্ব ১৯ ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রথমে টিক ছিল, অনূর্ধ্ব ১৪ পর্যায় এই আসর হবে। তবে যথেষ্ট এআইএফএফ-র নতুন নির্দেশনায় ভার্সিলের দুইটি ডেজ না নেওয়া থাকলে কোন ফুটবলার মাঠে নামতে পারবে না। তাই অনূর্ধ্ব ১৪-র পরিবর্তে অনূর্ধ্ব ১৯ ফুটবল প্রতিযোগিতা হবে। এই দুইটি আসরের জন্য মহকুমাগুলিকে ৪ হাজার টাকা করে দেবে টিএফএ। এছাড়া জেলা স্তরে প্রতিযোগিতার জন্য দেওয়া হবে ৫ হাজার টাকা করে। দুইটি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন দল ৩০ হাজার টাকা এবং রানার্সআপ দল ২০ হাজার টাকা করে পাবে। এদিনের বৈঠকে বেশ কিছু কমিটি গঠন করা হয়েছে। শুধুমাত্র পদার্থ এবং প্লেয়ার স্টেটাস কমিটি গঠন করা হয়নি। লিগ কমিটি, মহিলা কমিটি, রাখাল স্মৃতি নকআউট কমিটি ছাড়াও মহিলা নির্বাচক কমিটি, পুরুষ নির্বাচক কমিটি গঠন করা হয়েছে। লিগ কমিটির সচিব হয়েছেন মনোজ দাস, রাখাল স্মৃতি নকআউট কমিটির সচিব হয়েছেন কৃষ্ণ সরকার, মহিলা কমিটির সচিব হয়েছেন পার্থ সারথী গুপ্ত। এছাড়া মহিলা নির্বাচকমণ্ডলীতে সভাপতি অমিত দেব এবং সচিব পার্থ সারথী গুপ্ত, পুরুষ নির্বাচকমণ্ডলীতে সচিব হয়েছেন কৃষ্ণ সরকার। এদিনের বৈঠকে গভর্নিং বডির প্রায় ৪৪ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। মহকুমার প্রায় ১৩ জন প্রতিনিধি ছিলেন বৈঠকে। পৌরোহিত্য করেন সভাপতি রতন সাহা। এছাড়া সচিব অমিত চৌধুরী সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

স্কুল ক্রীড়ায় রাজ্য দলে সুযোগ পাবে না খেলোয়াড়রা। অনেক স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাই অনেক প্রতিবন্ধকতাকে সামলে বিভিন্ন জাতীয় আসরে দল পাঠায়। এই বছর তাদের পক্ষে জাতীয় আসরে দল পাঠানো কতটা সম্ভব হবে তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। পর্বদ পরিচালিত এক কোচিং সেন্টারের কোচ বলেছেন যে, কোন যুক্তিতে স্কুল স্পোর্টস বোর্ড নভেম্বর মাসে স্কুল ক্রীড়ার ঠাসা সূচি তৈরি করেছে? কারণ এই সময়ে জাতীয় ফেডারেশনগুলি তাদের জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতাও শুরু করে। সূচি এমনভাবে তৈরি করা উচিত যাতে স্কুল ক্রীড়ার পাশাপাশি জাতীয় স্তরের বিভিন্ন আসরও মূলতঃ নভেম্বর মাস থেকেই শুরু হয়। ফলে ক্রীড়াবিদ থেকে শুরু করে কোন ফুটবলার মাঠে নামতে পারবে না। তাই অনূর্ধ্ব ১৪-র পরিবর্তে অনূর্ধ্ব ১৯ ফুটবল প্রতিযোগিতা হবে। এই দুইটি আসরের জন্য মহকুমাগুলিকে ৪ হাজার টাকা করে দেবে টিএফএ। এছাড়া জেলা স্তরে প্রতিযোগিতার জন্য দেওয়া হবে ৫ হাজার টাকা করে। দুইটি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন দল ৩০ হাজার টাকা এবং রানার্সআপ দল ২০ হাজার টাকা করে পাবে। এদিনের বৈঠকে বেশ কিছু কমিটি গঠন করা হয়েছে। শুধুমাত্র পদার্থ এবং প্লেয়ার স্টেটাস কমিটি গঠন করা হয়নি। লিগ কমিটি, মহিলা কমিটি, রাখাল স্মৃতি নকআউট কমিটি ছাড়াও মহিলা নির্বাচক কমিটি, পুরুষ নির্বাচক কমিটি গঠন করা হয়েছে। লিগ কমিটির সচিব হয়েছেন মনোজ দাস, রাখাল স্মৃতি নকআউট কমিটির সচিব হয়েছেন কৃষ্ণ সরকার, মহিলা কমিটির সচিব হয়েছেন পার্থ সারথী গুপ্ত। এছাড়া মহিলা নির্বাচকমণ্ডলীতে সভাপতি অমিত দেব এবং সচিব পার্থ সারথী গুপ্ত, পুরুষ নির্বাচকমণ্ডলীতে সচিব হয়েছেন কৃষ্ণ সরকার। এদিনের বৈঠকে গভর্নিং বডির প্রায় ৪৪ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। মহকুমার প্রায় ১৩ জন প্রতিনিধি ছিলেন বৈঠকে। পৌরোহিত্য করেন সভাপতি রতন সাহা। এছাড়া সচিব অমিত চৌধুরী সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

যুগ্মসচিব কখনও খেলাধুলা করেননি। ফলে বছরের কোন সময়ে জাতীয় আসর শুরু হয় সেই ব্যাপারে কোন ধারণাই তাদের নেই। ফলে যেভাবে নির্দেশ এসেছে সেভাবেই নাকি তারা সূচি তৈরি করেছে। গত দুই বছর ধরে স্পোর্টস স্কুলের হাল খুব খারাপ। এই স্কুলকে ফের স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে ক্রীড়া দফতর। তাই স্কুলস্তরের আসরগুলির সূচি মূলতঃ স্পোর্টস স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ। প্রশ্ন হলো, স্পোর্টস স্কুলের বহির্গত যে সব খেলোয়াড়রা রয়েছে তাদের স্বার্থের কথা কে ভাববে? একের পর এক অদুরদর্শী পরিচালনার ফলে রাজ্যের ক্রীড়া জগৎ একটা জায়গায় এসে থমকে গিয়েছে। আর এগোতে পারছে না। এই অবস্থায় স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের এই সূচি রাজ্যের খেলোয়াড়দের আরও বিভ্রান্তিতে ফেলে দিয়েছে। স্কুল ক্রীড়া না জাতীয় আসর কোথায় খেলতে যাবে তারা? সমস্যায় তাদের কোচ এবং অভিভাবকরাও।

ঝামেলা এড়াতে টিএফএ-র অনুমতি নেওয়ার আবেদন

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ অক্টোবর ১ অক্টোবর ১ শনিবার টিএফএ-র গভর্নিং বডির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠকে বেশ কিছু কমিটি গঠিত হয়েছে। পাশাপাশি শশধর স্মৃতি ফুটবল নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এই বছর রাজ্য স্তরে শশধর দত্ত স্মৃতি ফুটবলের পাশাপাশি অনূর্ধ্ব ১৯ ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রথমে টিক ছিল, অনূর্ধ্ব ১৪ পর্যায় এই আসর হবে। তবে যথেষ্ট এআইএফএফ-র নতুন নির্দেশনায় ভার্সিলের দুইটি ডেজ না নেওয়া থাকলে কোন ফুটবলার মাঠে নামতে পারবে না। তাই অনূর্ধ্ব ১৪-র পরিবর্তে অনূর্ধ্ব ১৯ ফুটবল প্রতিযোগিতা হবে। এই দুইটি আসরের জন্য মহকুমাগুলিকে ৪ হাজার টাকা করে দেবে টিএফএ। এছাড়া জেলা স্তরে প্রতিযোগিতার জন্য দেওয়া হবে ৫ হাজার টাকা করে। দুইটি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন দল ৩০ হাজার টাকা এবং রানার্সআপ দল ২০ হাজার টাকা করে পাবে। এদিনের বৈঠকে বেশ কিছু কমিটি গঠন করা হয়েছে। শুধুমাত্র পদার্থ এবং প্লেয়ার স্টেটাস কমিটি গঠন করা হয়নি। লিগ কমিটি, মহিলা কমিটি, রাখাল স্মৃতি নকআউট কমিটি ছাড়াও মহিলা নির্বাচক কমিটি, পুরুষ নির্বাচক কমিটি গঠন করা হয়েছে। লিগ কমিটির সচিব হয়েছেন মনোজ দাস, রাখাল স্মৃতি নকআউট কমিটির সচিব হয়েছেন কৃষ্ণ সরকার, মহিলা কমিটির সচিব হয়েছেন পার্থ সারথী গুপ্ত। এছাড়া মহিলা নির্বাচকমণ্ডলীতে সভাপতি অমিত দেব এবং সচিব পার্থ সারথী গুপ্ত, পুরুষ নির্বাচকমণ্ডলীতে সচিব হয়েছেন কৃষ্ণ সরকার। এদিনের বৈঠকে গভর্নিং বডির প্রায় ৪৪ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। মহকুমার প্রায় ১৩ জন প্রতিনিধি ছিলেন বৈঠকে। পৌরোহিত্য করেন সভাপতি রতন সাহা। এছাড়া সচিব অমিত চৌধুরী সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অভিনন্দন জানাচ্ছি। রাজ্যের সেরা ফুটবলাররা দীর্ঘদিন পর ওই সব প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পেয়েছে এটাও সবচেয়ে বড় কথা। সুতরাং আয়োজকদের জন্য কোন প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। পাশাপাশি এই আশঙ্কাও করেছেন যে, ঝামেলা সৃষ্টি হলে কি হবে? আয়োজকরা আগরতলার অনেক রেফারির সাথে যোগাযোগ করেন। মূলতঃ আগরতলার রেফারিরাই মহকুমা প্রতিযোগিতা মূলক

ম্যাচগুলি পরিচালনা করেন। সমস্যা হলো, অনেক রেফারি নাকি আগাম অর্থ নিয়েও ম্যাচ পরিচালনা করতে যান না। এরকম বেশ কিছু অভিযোগ সামনে এসেছে। মূলতঃ এই পরিস্থিতিতেই টিএফএ আবেদন জানিয়েছে, যাতে তাদের অনুমতি নিয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। রেফারি সংক্রান্ত কোন ধরনের ঝামেলাই তখন সহজেই মিটিয়ে দেওয়া যাবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পোশাক বিতরণ

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ অক্টোবর ১ অক্টোবর ১ শনিবার টিএফএ-র গভর্নিং বডির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠকে বেশ কিছু কমিটি গঠিত হয়েছে। পাশাপাশি শশধর স্মৃতি ফুটবল নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এই বছর রাজ্য স্তরে শশধর দত্ত স্মৃতি ফুটবলের পাশাপাশি অনূর্ধ্ব ১৯ ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রথমে টিক ছিল, অনূর্ধ্ব ১৪ পর্যায় এই আসর হবে। তবে যথেষ্ট এআইএফএফ-র নতুন নির্দেশনায় ভার্সিলের দুইটি ডেজ না নেওয়া থাকলে কোন ফুটবলার মাঠে নামতে পারবে না। তাই অনূর্ধ্ব ১৪-র পরিবর্তে অনূর্ধ্ব ১৯ ফুটবল প্রতিযোগিতা হবে। এই দুইটি আসরের জন্য মহকুমাগুলিকে ৪ হাজার টাকা করে দেবে টিএফএ। এছাড়া জেলা স্তরে প্রতিযোগিতার জন্য দেওয়া হবে ৫ হাজার টাকা করে। দুইটি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন দল ৩০ হাজার টাকা এবং রানার্সআপ দল ২০ হাজার টাকা করে পাবে। এদিনের বৈঠকে বেশ কিছু কমিটি গঠন করা হয়েছে। শুধুমাত্র পদার্থ এবং প্লেয়ার স্টেটাস কমিটি গঠন করা হয়নি। লিগ কমিটি, মহিলা কমিটি, রাখাল স্মৃতি নকআউট কমিটি ছাড়াও মহিলা নির্বাচক কমিটি, পুরুষ নির্বাচক কমিটি গঠন করা হয়েছে। লিগ কমিটির সচিব হয়েছেন মনোজ দাস, রাখাল স্মৃতি নকআউট কমিটির সচিব হয়েছেন কৃষ্ণ সরকার, মহিলা কমিটির সচিব হয়েছেন পার্থ সারথী গুপ্ত। এছাড়া মহিলা নির্বাচকমণ্ডলীতে সভাপতি অমিত দেব এবং সচিব পার্থ সারথী গুপ্ত, পুরুষ নির্বাচকমণ্ডলীতে সচিব হয়েছেন কৃষ্ণ সরকার। এদিনের বৈঠকে গভর্নিং বডির প্রায় ৪৪ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। মহকুমার প্রায় ১৩ জন প্রতিনিধি ছিলেন বৈঠকে। পৌরোহিত্য করেন সভাপতি রতন সাহা। এছাড়া সচিব অমিত চৌধুরী সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান লক্ষ্মীকান্ত দাস, মহকুমার স্পোর্টস অফিসার মধো পোশাক বিতরণ করা হলো। এদিন স্কুলের হলঘর এর এই উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পূজা উপলক্ষ্যে নতুন পোশাক তুলে দেওয়া হয়।

প্রতিভাবান ক্রিকেটারের আকাল চলছে

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ অক্টোবর ১ অক্টোবর ১ শনিবার টিএফএ-র গভর্নিং বডির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠকে বেশ কিছু কমিটি গঠিত হয়েছে। পাশাপাশি শশধর স্মৃতি ফুটবল নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এই বছর রাজ্য স্তরে শশধর দত্ত স্মৃতি ফুটবলের পাশাপাশি অনূর্ধ্ব ১৯ ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রথমে টিক ছিল, অনূর্ধ্ব ১৪ পর্যায় এই আসর হবে। তবে যথেষ্ট এআইএফএফ-র নতুন নির্দেশনায় ভার্সিলের দুইটি ডেজ না নেওয়া থাকলে কোন ফুটবলার মাঠে নামতে পারবে না। তাই অনূর্ধ্ব ১৪-র পরিবর্তে অনূর্ধ্ব ১৯ ফুটবল প্রতিযোগিতা হবে। এই দুইটি আসরের জন্য মহকুমাগুলিকে ৪ হাজার টাকা করে দেবে টিএফএ। এছাড়া জেলা স্তরে প্রতিযোগিতার জন্য দেওয়া হবে ৫ হাজার টাকা করে। দুইটি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন দল ৩০ হাজার টাকা এবং রানার্সআপ দল ২০ হাজার টাকা করে পাবে। এদিনের বৈঠকে বেশ কিছু কমিটি গঠন করা হয়েছে। শুধুমাত্র পদার্থ এবং প্লেয়ার স্টেটাস কমিটি গঠন করা হয়নি। লিগ কমিটি, মহিলা কমিটি, রাখাল স্মৃতি নকআউট কমিটি ছাড়াও মহিলা নির্বাচক কমিটি, পুরুষ নির্বাচক কমিটি গঠন করা হয়েছে। লিগ কমিটির সচিব হয়েছেন মনোজ দাস, রাখাল স্মৃতি নকআউট কমিটির সচিব হয়েছেন কৃষ্ণ সরকার, মহিলা কমিটির সচিব হয়েছেন পার্থ সারথী গুপ্ত। এছাড়া মহিলা নির্বাচকমণ্ডলীতে সভাপতি অমিত দেব এবং সচিব পার্থ সারথী গুপ্ত, পুরুষ নির্বাচকমণ্ডলীতে সচিব হয়েছেন কৃষ্ণ সরকার। এদিনের বৈঠকে গভর্নিং বডির প্রায় ৪৪ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। মহকুমার প্রায় ১৩ জন প্রতিনিধি ছিলেন বৈঠকে। পৌরোহিত্য করেন সভাপতি রতন সাহা। এছাড়া সচিব অমিত চৌধুরী সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সাফল্য পান না। কারণ সাফল্য পাওয়ার মতো ক্রিকেটারই নেই। বছরের পর বছর ধরে এটা চলে আসছে। অথচ টিসিএ-র বাৎসরিক অর্থ ব্যয়ে কোন কার্য নেই। ওই ক্রিকেট সংগঠক বলেছেন, রাজ্য দলের কোচ হিসেবে না এনে ওই কোচদের যদি জুনিয়র পর্যায়ের ব্যাটসম্যানদের তালিম দেওয়ার কাজে লাগানো হয় তবে তারা অনেক উপকৃত হবে। ব্যাটসম্যানরা কোচিং সেন্টারগুলিতে সেরকম নির্মিতভাবে শিখতে পারে না। তাদেরকে নির্মুক্ত করে তুলতে পারে এই ভিন্নরাজ্যের কোচরা। এখনও জুনিয়র বা সিনিয়র পর্যায়ের কোন

ব্যাটসম্যান একটি ম্যাচে ভালো খেললে পরের তিনটি ম্যাচে বার্থ হয়। ওই সংগঠক বলেছেন যে, এই বার্থা মূলতঃ টেকনিক্যাল কারণে। প্রতিপক্ষ দলগুলি এখন সহজেই বিরুদ্ধ দলের ব্যাটসম্যানদের শক্তি এবং দুর্বলতা জেনে যায়। ফলে ব্যাটসম্যানরা ধারাবাহিকভাবে সাফল্য পায় না। আর ক্রিকেটে সাফল্য পেতে হলে কিংবা লাড়াই করতে হলে রান করতেই হবে। দুর্ভাগ্য, জুনিয়র থেকে সিনিয়র সবকয়টি দলেই শুধুমাত্র ব্যাটিং ব্যতীত অন্য সবকয়ের পর বছর ধরে ডুবছে। গৌতম সোম (জুনিয়র) বা সমীর দীঘে রাজ্য

দলকে তো সাফল্য এনে দিতে পারবেন না। কিন্তু তাদের যদি রাজ্যের জুনিয়র ক্রিকেটারদের তালিমের কাজে লাগানো যেতো তবে ব্যাটসম্যানরা অনেক সমৃদ্ধ হতো। তবে দুর্ভাগ্য, এখানে কাজের থেকে অকাঙ্ক্ষ করার লোকই বেশি। ফলে টানা বার্থতা সত্ত্বেও টিসিএ-র দলকে নড়ে না। অন্যান্য রাজ্যগুলি শুধু ব্যাটসম্যানদের জন্য আলাদা অ্যাকাডেমি গড়ে তুলে আর এখানে চর্চা করেই হবে। দুর্ভাগ্য, জুনিয়র থেকে সিনিয়র সবকয়টি দলেই শুধুমাত্র ব্যাটিং ব্যতীত অন্য সবকয়ের পর বছর ধরে ডুবছে। গৌতম সোম (জুনিয়র) বা সমীর দীঘে রাজ্য

স্কুল ক্রীড়ার বিগ বাজেটই আসল লক্ষ্য?

ব্লক, মহকুমা, জেলার আসর বেখবর রাজ্য আসর নিয়ে মাতামাতি স্পোর্টস বোর্ডে

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ অক্টোবর ১ অক্টোবর ১ শনিবার টিএফএ-র গভর্নিং বডির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠকে বেশ কিছু কমিটি গঠিত হয়েছে। পাশাপাশি শশধর স্মৃতি ফুটবল নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এই বছর রাজ্য স্তরে শশধর দত্ত স্মৃতি ফুটবলের পাশাপাশি অনূর্ধ্ব ১৯ ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রথমে টিক ছিল, অনূর্ধ্ব ১৪ পর্যায় এই আসর হবে। তবে যথেষ্ট এআইএফএফ-র নতুন নির্দেশনায় ভার্সিলের দুইটি ডেজ না নেওয়া থাকলে কোন ফুটবলার মাঠে নামতে পারবে না। তাই অনূর্ধ্ব ১৪-র পরিবর্তে অনূর্ধ্ব ১৯ ফুটবল প্রতিযোগিতা হবে। এই দুইটি আসরের জন্য মহকুমাগুলিকে ৪ হাজার টাকা করে দেবে টিএফএ। এছাড়া জেলা স্তরে প্রতিযোগিতার জন্য দেওয়া হবে ৫ হাজার টাকা করে। দুইটি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন দল ৩০ হাজার টাকা এবং রানার্সআপ দল ২০ হাজার টাকা করে পাবে। এদিনের বৈঠকে বেশ কিছু কমিটি গঠন করা হয়েছে। শুধুমাত্র পদার্থ এবং প্লেয়ার স্টেটাস কমিটি গঠন করা হয়নি। লিগ কমিটি, মহিলা কমিটি, রাখাল স্মৃতি নকআউট কমিটি ছাড়াও মহিলা নির্বাচক কমিটি, পুরুষ নির্বাচক কমিটি গঠন করা হয়েছে। লিগ কমিটির সচিব হয়েছেন মনোজ দাস, রাখাল স্মৃতি নকআউট কমিটির সচিব হয়েছেন কৃষ্ণ সরকার, মহিলা কমিটির সচিব হয়েছেন পার্থ সারথী গুপ্ত। এছাড়া মহিলা নির্বাচকমণ্ডলীতে সভাপতি অমিত দেব এবং সচিব পার্থ সারথী গুপ্ত, পুরুষ নির্বাচকমণ্ডলীতে সচিব হয়েছেন কৃষ্ণ সরকার। এদিনের বৈঠকে গভর্নিং বডির প্রায় ৪৪ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। মহকুমার প্রায় ১৩ জন প্রতিনিধি ছিলেন বৈঠকে। পৌরোহিত্য করেন সভাপতি রতন সাহা। এছাড়া সচিব অমিত চৌধুরী সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

তো বিশাল অঙ্কের টাকা খরচও করতে পারেনি স্কুল স্পোর্টস বোর্ড। অভিযোগ, গত বছর দুই মাসের মধ্যে স্কুল ক্রীড়ার বিভিন্ন আসরের আয়োজনে লক্ষ লক্ষ টাকা নাকি গিয়েব করা হয়েছে। এবারও নাকি সেই পরিকল্পনা। তবে গোটা ঘটনায় ক্রীড়া দফতর তার দায় এড়াতে পারে না। দুই মাস আগে রাজনৈতিকভাবে ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড গঠন করা হলেও জেলা, ব্লক, মহকুমা, অংশ নিজদের স্বার্থে ডিভিঘডি ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড গঠন করে নেয়। এর পেছনে নাকি আসল খেলা হচ্ছে টাকা। ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডে নাকি কোটি

টাকার উপর বরাদ্দ মজার ঘটনা হচ্ছে, ব্লক, মহকুমা, জেলাভিত্তিক খেলার দিনক্ষণ ঘোষণা না করেই আগাম রাজ্যভিত্তিক আসরের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এখানে নাকি টার্গেট টাকা। এদিকে, স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের নাকি নির্দেশ ছিল যে, ১০ অক্টোবরের মধ্যেই সমস্ত ব্লক, মহকুমা এবং জেলা স্তরের খেলার সূচি তৈরি করে পাঠাতে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, যেখানে কোন নির্বাচিত কমিটিই নেই সেখানে কারা তৈরি করবে ক্রীড়া সূচি? এছাড়া ১০ অক্টোবরের মধ্যে ব্লক, মহকুমা, জেলা স্তরের ক্রীড়া সূচি জমা দেওয়ার কথা থাকলেও ৯ এবং ১০ অক্টোবর অফিস বন্ধ। এছাড়া ১২ অক্টোবর থেকে পূজার ছুটি শুরু হচ্ছে। সুতরাং স্কুল ক্রীড়ার ব্লক,

মহকুমা ও জেলা আসর নিয়ে প্রশ্ন উঠলো। মনে করা হচ্ছে, স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের বিশাল অঙ্কের বাজেটই টার্গেট। তাই ব্লক, মহকুমা বা জেলা স্তরের খেলার আগেই রাজ্য আসরের প্রস্তুতি। বিভিন্ন জেলা স্পোর্টস বোর্ডের দায়িত্বে আপাতত যারা তাদের বক্তব্য, নতুন কমিটি না হওয়া পর্যন্ত তাদের পক্ষে ক্যালেন্ডার তৈরি করা সমস্যা। কেননা আজ ক্যালেন্ডার হলে কাল যদি নতুন কমিটি দায়িত্বে আসে তাহলে সেই খেলা নাও করতে পারে ওই সময়ে। এখন দশবার, সেমবার তাতে পূজার ছুটিতে বন্ধ হয়ে যাবে অফিস ও স্কুলগুলি।